ইউনিট ৩

মানুষ ও পরিবেশ

ভূমিকা

পরিবেশ প্রকৃতির দান, যা মানবসভ্যতা বিকাশে সহায়তা করে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবজীবন লালিত-পালিত ও বিকশিত হয় তাকে পরিবেশ বলে। মানুষের জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে স্থান, কাল, পাত্রভেদে মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : পরিবেশের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন ধরন।
পাঠ-২ : মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব।

পাঠ-১ : পরিবেশের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন ধরন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- পরিবেশ কী বলতে পারবেন ।
- বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।

পরিবেশের সংজ্ঞা : পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায় । আমাদের চারপাশে যা আমরা দেখি এবং যার প্রভাবে প্রভাবিত হই তাকে পরিবেশ বলে । তাই ম্যাকাইভার বলেন, "জীবন ও পরিবেশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ।" মার্সটিন বেটস পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "পরিবেশ হলো সে সব বাহ্যিক অবস্থার সমষ্টি যা জীবনের বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে ।" বস্তুত মানুষের জীবন বিকাশের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সমুদয়ের একটি বাহ্যিক পারস্পরিক রূপ ও অবস্থাকে পরিবেশ বলে ।

পরিবেশের প্রকারভেদ : সভ্যতা ও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্নতায় পরিবেশ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে । নিম্নে ছকের মাধ্যমে পরিবেশের প্রকারভেদ দেখান হলো :

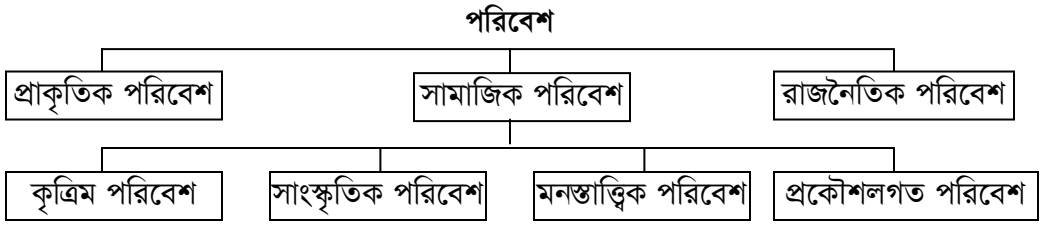

১. **প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক পরিবেশ :** প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমাদের চারপার্শের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর- মহাসাগর, বন বা জঙ্গল, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সবকিছুর মিলিত বাহ্যিক, রূপকে বোঝায় । প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতির দান । এটা মানুষের সৃষ্টি নয় । প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই ।

২. **সামাজিক পরিবেশ :** মানুষ জীবন বিকাশের তাগিদে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক , ধর্মীয়, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ যে পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক ও সংগঠন রচনা করে থাকে তাকে সামাজিক পরিবেশ বলে । যেমন- ক্লাব, সমিতি, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি । সামাজিক পরিবেশকে চার ভাগে ভাগ করা যায় । যথা–

ক) কৃত্রিম পরিবেশ : মানুষ ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে তাকে কৃত্রিম পরিবেশ বলে । যেমন- পার্ক, নদীর ওপর সেতু, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ইত্যাদি ।

খ) সাংস্কৃতিক পরিবেশ : সাংস্কৃতিক পবিবেশ বলতে মানুষের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সাহিত্যচর্চা ও মানবিক বিকাশের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজ করে তাকে বোঝায় । যেমন– নাচ, গান, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি ।

গ) মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ : মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রবণতাকে কাম্যপথে পরিচালনার জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বলে । মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ যে কোনো সমস্যা সমাধানে মানুষকে অতীতের ঘটনাবলির প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে ও লালিত বিশ্বাস দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে উৎসাহিত করে । যেমন– মানসিক রোগীর জন্য হাসপাতাল, শিশুদের জন্য কিন্ডারগার্ডেন ইত্যাদি ।

ঘ) প্রকৌশলগত পরিবেশ : প্রকৌশলগত পরিবেশ বলতে যান্ত্রিক সভ্যতার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝায়। যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির ফলে, শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক প্রসার, প্রভৃতির কারণে বড় বড় শিল্প কারখানা স্থাপিত হওয়ার দরুন শিল্পনগরী গড়ে উঠেছে। ফলে গ্রামের মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শহরের প্রান্তে গড়ে উঠেছে বস্তি এলাকা।

৩. **রাজনৈতিক পরিবেশ :** শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তর থেকে দেশের তৃণমূল পর্যন্ত যে প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান তার সাথে নাগরিকবৃন্দের সম্পর্কের ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক পরিবেশ বলা হয়। রাজনৈতিক পরিবেশ হলো রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থার ধরন ও অংশগ্রহণের মাত্রার সামগ্রিক অবস্থা। যেমন– রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও গণতন্ত্র।

বস্তুত রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে পরিবেশের প্রভাব মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহিত করে।

পরিবেশের গুরুত্ব

মানবজীবনে পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে তার পরিবেশ। সামাজিক অনুকূল পরিবেশে মানুষ তার মনমানসিকতা, আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়। অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ ব্যক্তিকে নেতিবাচক মনমানসিকতা তৈরিতে সহায়তা করে।

সুতরাং একজন মানুষকে পরিশ্রমী, সংযমী, দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল করে গড়ে তুলতে পারে তার পরিবেশ।

সারসংক্ষেপ

একজন মানুষ ভবিষ্যতে কেমন হবে তা নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মানুষের কোন হাত নেই। তবে সামাজিক পরিবেশকে মানুষ মেধা ও সৃজনশীল আদরে পরিবর্তন করতে পারে। সুস্থ পরিবেশ যে কোন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পরিবেশ প্রভাবিত করে ব্যক্তির কোন দিকটি?

(ক) মন-মানসিকতা (খ) অভিলাষ-উচ্চাকাঙ্ক্ষা (গ) কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যম (ঘ) উপরোক্ত সবকটি

২। উন্নত পরিবেশ মানুষকে কি দেয়?

(ক) উন্নত জীবনবোধ (খ) অসুস্থ জীবন (গ) হতাশা (ঘ) উপরোক্ত সবকটি

৩। পরিবেশ কত ধরনের হয়?

(ক) এক ধরনের (খ) দুই ধরনের (গ) তিন ধরনের (ঘ) চার ধরনের

৪। নিজ প্রয়োজনে মানুষ কোন পরিবেশ সৃষ্টি করে?

(ক) মনস্তাত্ত্বিক (খ) সাংস্কৃতিক (গ) কৃত্রিম (ঘ) প্রাকৃতিক।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পরিবেশের সংজ্ঞা দিন। মানবজীবনে পরিবেশের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। পরিবেশ কত ধরনের ও কি কি? বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১।(ঘ) ২।(ক) ৩।(খ) ৪।(গ)

পাঠ-২ ঃ মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

মানবজীবনে পরিবেশের প্রভাব

মানবজীবন পরিবেশের মধ্যে বিকাশিত হয় ও পরিবেশের ওপর ভিত্তি করেই পূর্ণতা লাভ করে । এজন্য ব্যক্তি জীবনের ওপর পরিবেশের প্রভাব গভীর ও সুদূর প্রসারী । পরিবেশ ব্যক্তির গুণাবলি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । পিতা-মাতা, পাড়া-প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মায়া-মমতা, ভালোবাসা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মানবিক গুণাবলি ব্যক্তি লাভ করে থাকে যা স্বাভাবিক জীবনের জন্য অপরিহার্য । যে ব্যক্তি উন্নত পরিবেশে বসবাস করে তার মানসিকতাও উন্নত । মানুষ নোংরা ও কলুষিত পরিবেশে বসবাস করলে হীন-মন্যতায় ভোগে । উপযুক্ত পরিবেশ ব্যতীত উপযুক্ত শিক্ষা সম্ভব নয় । শিক্ষা মানুষকে বিকাশিত ও প্রস্ফুটিত করে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে । মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে পারলে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব । তাড়াছা সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী নাগরিকরাই জাতির প্রকৃত সম্পদ । কলুষিত পরিবেশ দেহ ও মনের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে । সমাজে নিরাপত্তার অভাবে মানুষ কল্যাণমূলক কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না বলে সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে । নিরাপত্তার নিশ্চয়তা মানুষের জীবনে বয়ে আনে অনাবিল শান্তি ।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সভ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয় । সুস্থ পরিবেশ ব্যতীত সাংস্কৃতিক প্রগতি ও উৎকর্ষসাধন মোটেই সম্ভব নয় । পরিবেশের সবকিছুর ছাপই ব্যক্তির চরিত্রে প্রভাব ফেলে । তাই উষ্ণ অঞ্চলের লোকজন রুক্ষ হয় ও শীতপ্রধান অঞ্চলের লোকজন কর্মঠ হয়ে থাকে । এই প্রসঙ্গে মন্টেসকু বলেন, "গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য উপযোগী স্থান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ।"

উন্নত ও নির্মল পরিবেশ চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করে । মানুষের জীবন প্রণালী, দৈহিক গঠন, ব্যক্তির আচার-আচরণ ইত্যাদি পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১ । মানব জীবনে পরিবেশের প্রভাব কতটুকু?
(ক) অত্যন্ত বেশি (খ) বেশি (গ) কম (ঘ) অত্যন্ত কম

২ । সভ্যতার বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের অবদানের কথা কে বলেছেন?
(ক) মন্টেসকু (খ) হিরোডোটাস (গ) এরিস্টটল (ঘ) জে. বি. ওয়াটসন

৩ । গণতন্ত্রের বিকাশের জন্যে উপযোগী এলাকা কোনটি?
(ক) শীত প্রধান অঞ্চল (খ) পার্বত্য অঞ্চল (গ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল (ঘ) উষ্ণ অঞ্চল

৪ । সামাজিক পরিবেশ কিভাবে মানব গোষ্ঠীকে সাহায্য করে?
(ক) সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গঠনে সহায়তা করে (খ) শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়ে
(গ) জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে (ঘ) উপরের সবকটির মাধ্যমে

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১ । মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন ।

(ক) উত্তরমালা

১ । (ক) ২ । (খ) ৩ । (গ) ৪ । (ঘ) ।